যুগান্তর

তারিখ 11 FEB 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

বড়লেখায় ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চলছে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা

আবদুর রব, বড়লেখা থেকে

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার বেশির ভাগ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা চলছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে। প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ নীতিমালার শর্ত শিথিল করেও ভারপ্রাপ্তমুক্ত করা যাচ্ছে না বড়লেখার সাতটি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া চারটি মাদ্রাসা ও দুটি কলেজও ভারপ্রাপ্তের বেড়াজালে বন্দি। ভারপ্রাপ্তরা এমিকেট হতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা পূর্ণ করতে বছরের পর বছর শূন্য থাকা সত্ত্বেও নানা অজুহাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছেন। দীর্ঘদিন ধরে এসব অযোগ্য ও অদক্ষ ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালিয়ে নেয়ায় শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণে সরকার ইতিপূর্বে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের শর্ত শিথিল করে যাতে সহজেই পদগুলো পূরণ করা যায়। কিন্তু সরকারের ওই শৈথিল্য কোন কাজেই আসছে না বড়লেখার সাতটি মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধানরা নিজেরা প্রধান হতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা পূর্ণ করতে, পছন্দের ম্যানেজিং কমিটি গঠন ও [illegible] বারবার নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করছেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ১৫ নভেম্বর সিলেট শিক্ষা বোর্ড প্রেরিত এক স্মারকে বলা হয়, শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি ওই শূন্য পদ পূরণের ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে সুষ্ঠুভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রেরিত ওই স্মারকে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এ শূন্য পদগুলো পূরণে ব্যর্থ হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়। কিন্তু শিক্ষা বোর্ডের এ নির্দেশনার দুই মাস পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর কোন উদ্যোগ নেয়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বছরের পর বছর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে দক্ষিণভাগ এনসিএম উচ্চবিদ্যালয়, কাঁঠালতলী উচ্চবিদ্যালয়, নারী শিক্ষা একাডেমী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছোটলিখা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সোনাতুলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণভাগ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও বোবারথল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় পাঠদানসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অপরদিকে উপজেলার চারটি মাদ্রাসা দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে চালিয়ে নেয়া হচ্ছে।

এগুলো হচ্ছে পাথারিয়া পাকুল মনসুরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, বড়লেখা জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, কাঁঠালতলী শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদ্রাসা। অভিযোগ রয়েছে, মাদ্রাসাগুলো একাধিকবার অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়া করেও রহস্যজনক কারণে তা বাতিল করে দেয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে চলছে বড়লেখার দাসেরবাজার আদর্শ কলেজ ও এম মুজাজিম আলী মহাবিদ্যালয়। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সমীর কান্তি দেব জানান, বোর্ড কর্তৃক প্রেরিত স্মারকের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধানদের চিঠি দিয়ে শূন্য পদ পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো তা পালন করতে ব্যর্থ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।